NOV. 2 0 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪ ...

ভোরের কাগজ

53

প্রধানমন্ত্রী সমীপেষু

প্রধানমন্ত্রী সমীপেষু

শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি দিন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যথাবিহিত সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের পাকড়ী গ্রামটি একটি জনঅধ্যুষিত। গ্রাম এখানে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, একটি উচ্চবিদ্যালয় রয়েছে। তাছাড়াও এ গ্রামের উত্তর পাশে ১.৫ কি. মি. দূরে একটি উচ্চবিদ্যালয়, ২ কি. মি. পশ্চিমে একটি দাখিল মাদ্রাসা, ১ কি. মি. দক্ষিণে একটি উচ্চবিদ্যালয় ও একটি দাখিল মাদ্রাসা এবং পূর্বে ১ কি. মি. দূরে একটি দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে। কিন্তু এ ৭ কি. মি. এলাকার মধ্যে কোনো মহাবিদ্যালয় নেই। ফলে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর যে বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করে বের হয় তাদের মধ্যে অধিকাংশই আর্থিক অসচ্ছলতা ও অন্যান্য অসুবিধার কারণে উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে না। এমতবস্থায় এ এলাকার জসাধারণের কাছে একটি মহাবিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হয়। তাই এলাকাবাসী গত ১৬-১১-৯৯ তারিখে একত্রিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে পাকড়ীতে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড রাজশাহী জাতীয় দৈনিকসমূহে নতুন মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তার পরিপ্রেক্ষিতে মহাবিদ্যালয়ের অর্গানাইজিং কমিটি গত ৩১-১-২০০০ তারিখে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড রাজশাহী বরাবরে 'পাকড়ী মহাবিদ্যালয়' শিরোনামে ছাত্রছাত্রী ভর্তির অনুমতির জন্য আবেদন করেন।

উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড রাজশাহী মহাবিদ্যালয়ের অর্গানাইজিং-কমিটি বরাবরে গত ২৩-০৩-২০০০ তারিখে মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তপূরণের নিমিত্তে একটি পত্র প্রেরণ করেন। যার স্মারক-নং ৭/কলা/ভর্তি-অনু-৭০৯/৮০৬২। উক্ত পত্রানুযায়ী এবং বাংলাদেশ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন অধ্যাদেশ '৯৭ সকল শর্তপূরণ করে গত ২৭-০৪-২০০০ তারিখে মাধ্যমিক উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড রাজশাহী বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করেন। পরবর্তী সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড রাজশাহী গত ১৩-০৬-২০০০ তারিখে মহাবিদ্যালয়ের অর্গানাইজিং কমিটি বরাবরে পুনরায় একটি পত্র প্রেরণ করে। যার স্মারক নং- ৭/কলা/ভর্তি-অনু ৭০৯ (২৬৯)/৮৭১৫। উক্ত পত্রে নির্দেশ থাকে যে, যেহেতু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নং-সিমা/শাঃ ১১/বিবিধ-৩৯/৯৬/২৩০ (৬০৬) শিক্ষা তারিখ ২৩/০৪/৯৭ নীতিমালার পরিশিষ্ট-১-এর সংশোধনী আদেশ নং-শাষ/১১/বিবিধ-৩১/১৬/(অংশ-১)/১৮৭(৬০০) শিক্ষা তারিখ ২৩/০৩/২০০০ অনুযায়ী উক্ত নীতিমালার পরিশিষ্ট-১-এর ২ নং ক্রমিকে ২নং কলামে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ না হওয়ার কারণে মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির অনুমতি দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

যেহেতু মহাবিদ্যালয়টি সংশোধনী নীতিমালার পূর্বেই স্থাপিত হয়েছে এবং সকলসংখ্যক শর্তপূরণ করেছেন যেমন, '৯৭ শিক্ষা অধ্যাদেশ অনুযায়ী মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এক একর জমির প্রয়োজন সেখানে মহাবিদ্যালয়টি আছে ২.০৯ একর জমি, দেড় লাখ টাকার ব্যাংক সার্টিফিকেট শর্তানুযায়ী প্রয়োজন। ২০০ বর্গমিটার আয়তনের একটি মহাবিদ্যালয় আছে, এখানে ৪৮৬ বর্গমিটারবিশিষ্ট তিনটি পৃথক আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত পাকা ভবন। মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য পার্শ্ববর্তী দুটি মহাবিদ্যালয়ের ন্যূনতম দূরত্ব ৬ কি. মি. হতে হবে। সেখানে মহাবিদ্যালয়টির ৭ মি. মি.-এর মধ্যে কোনো মহাবিদ্যালয় নেই। মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ৭৫ হাজার জনসংখ্যার প্রয়োজন তাও এ মহাবিদ্যালয় এলাকায় আছে। কিন্তু সংশোধিত আইন অনুযায়ী একই থানার অন্যান্য মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই শর্ত পূরণ হচ্ছে না। পরবর্তী সময়ে অর্গানাইজিং কমিটির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড রাজশাহীকে মহাবিদ্যালয়টি পরিদর্শনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড রাজশাহী মহাবিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে রিপোর্ট পেশ করে। পরিদর্শন করে জনসংখ্যা ছাড়া সকল শর্ত পূরণ হয়েছে এ মর্মে রিপোর্ট পেশ করলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় আজ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। যার পরিপ্রেক্ষিতে এ এলাকার জনসাধারণের দীর্ঘদিনের একটি আশা পূরণ হওয়ার মুহূর্তে বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

এমতবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আকুল আবেদন, মহাবিদ্যালয়টিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির অনুমতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে এলাকার জনসাধাণের দীর্ঘদিনের একটি স্বপ্ন পূরণ করতে আজ্ঞা হন।

মোঃ আব্দুল গাফফার
অধ্যক্ষ, পাকড়ী মহাবিদ্যালয়
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।